7th Year, 2nd Issue
11th Birthday
June - 2010
৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
একাদশ জন্মদিন
জুন - ২০১০

Suggested contribution : Rs. 5/-

স্বকণ্ঠে
in her own voice

A
Sappho Publication
একটি
'স্যাফো' প্রকাশনা

প্রস্তাবিত অনুদান : ৫ টাকা

... for the rights of sexually marginalised women

আমাদের কথা

এখন অনেকেই জানেন ২০শে জুন 'স্যাফো'-র জন্মদিন। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেন, এবার তোমরা কি ভাবে পালন করবে জন্মদিন? এখন স্যাফো বড় হয়ে গেছে। কাজে ও কলেবরে। দেখতে দেখতে সদস্য সংখ্যা তিনশ' ছাড়িয়ে গেছে। প্রতি বছর কুড়ি - পঁচিশ জন করে নতুন সদস্য যোগ দিচ্ছেন। সাড়ে ছ'শো স্কোয়ার ফিটের অফিসটা মাঝে মাঝে বেশ ছোট লাগে। মনে হয় আর একটু বড় জায়গা হলে বেশ হ'ত। তবে এটা কখনও ভুলি না - কোন এক সময় আমরা মিটিং করতাম রবীন্দ্রসদনের মাঠে, আর সন্ধ্যা সাতটা বাজলেই রক্ষীর তাড়ায় ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতাম, চত্বরেরই এ কোন থেকে ওই কোনে।

আর কাজের কথা যদি বলতে হয় তবে বলতে হবে স্থানীয় স্তরে কাজ করা ছাড়াও জাতীয় স্তরে কাজ করার মত সাহস আর সম্বল আজ আমাদের লক্ষ্যকে সুনিশ্চিত করেছে। এই বছরই ডিসেম্বর মাসে কোলকাতায় আমরা আয়োজন করছি National LBT (Lesbian, Bisexual Woman & Female to Male Transperson) Meet *যেখানে দেশের নানা প্রান্ত থেকে* LBT Rights Activists-*রা অংশগ্রহণ করবেন। মন্ত্র সেই একই - পূর্বাঞ্চলের 'স্যাফো'-র আন্দোলনের মত পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বেড়ে ওঠা সমকামী নারী আন্দোলনে কিছু দেওয়া, কিছু নেওয়া, তাদের সঙ্গে আমাদের কাজকর্মের ধারা মিলিয়ে দেখা আর তৈরী করা এক আত্মিক মিলন সেতু। উদ্দেশ্য - বর্তমান ভারতবর্ষের সমকামী নারী আন্দোলনকে এক সার্বিক রূপ দেওয়া, যাতে একে আর আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ কিছু বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর কার্যকলাপ আখ্যা দিয়ে সমকামী নারীর অধিকারকে অস্বীকার করা না যায়। তবে আশার কথা এই যে সমকামী নারী আন্দোলন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বৃহত্তর নারী অধিকার আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। এরই প্রতিফলন দেখা যায়* Sexual Assault Bill-*এর খসড়া তৈরীর সময় জাতীয় স্তরের আলোচনার মঞ্চে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের 'স্যাফো'-র মত* LBT *সহায়ক সংস্থাগুলির মতামত গ্রহণ ক'রে এক পারস্পরিক সমঝোতার বাতাবরণ তৈরীর মধ্য দিয়ে।*

আজকের ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমকামী নারী (Lesbian) *এবং উভকামী নারী* (Bisexual) *শব্দ দুটি বেশ পরিচিত। কিন্তু এই* LBT-*র তৃতীয় বর্ণ* 'T' *ঠিক কাদের বলব? রূপান্তরকামী নারী কারা? লক্ষ্য করলে দেখবেন আগে লিখেছি* Female to Male Transperson, *মানে যে মানুষগুলি জৈবিক লিঙ্গে নারী* (Female) *কিন্তু মনে প্রাণে তাঁরা নিজেদের ভাবেন পুরুষ* (Male), *অর্থাৎ যাঁদের জৈবিক লিঙ্গ* (Biological sex)-*এর সঙ্গে সামাজিক লিঙ্গ* (Gender) *মেলে না। এই* FTM Transperson-*দের উল্টো দিকে যাঁদের অবস্থান মানে* MTF *(দেহে পুরুষ, মনে নারী)* Transperson-*দের আমরা সাধারণ ভাবে মেয়েলি পুরুষ বা কোতি বলি।* HIV-AIDS *রোগের চিকিৎসা ও নিবারণ প্রকল্পগুলির সঙ্গে সঙ্গে এবং* MTF-*দের উন্নতিকল্পে বর্তমানে অনেক সংস্থা কাজ করছেন সারা দেশে।* MTF-*দের মতই* FTM-*রাও একই ভাবে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত। কিন্তু ক'জন ভাবেন তাঁদের কথা??? আসুন না আমরা আর একটু মানবিক হই এঁদের প্রতি যাতে আগামীদিনে এঁদের একজনকেও শিকার না হতে হয় এই চ্যালেঞ্জের - "চল্ তো দেখি এটা (পড়ুন 'মাল'-টা) ছেলে না মেয়ে"।*

সবশেষে আসি এবারের 4th Annual Calcutta LGBT Film & Video Festival *প্রসঙ্গে। এ বছর জুন মাসের বদলে নভেম্বর মাসের ১৯ তারিখ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই চলচ্চিত্র উৎসব। স্থান সেই একই - ম্যাক্সমূলার ভবন। তবে ক্রমবর্ধমান দর্শক সংখ্যা মাথায় রেখে এবারের উৎসবের চলচ্চিত্র গুলি একই সঙ্গে অন্য কোনও প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শন করা যায় কিনা সেই চেষ্টাও করা হচ্ছে। আর সময় পরিবর্তনের কারণ আমাদের দর্শকবৃন্দের এক বড় অংশ, তরুণ প্রজন্মের অনুরোধ। জুন মাসে এঁদের অধিকাংশেরই* Final *পরীক্ষা থাকে। সেই কারণে এঁরা উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। সুতরাং এবারের হেমন্তে আপনাদের সকলের নিমন্ত্রণ রইল আমাদের চলচ্চিত্র উৎসবে।*

FOUCAULT'S CURSE: Bio-politics vs Identity

Subhankar Ghosh

Governmentality and Bio-power

How is the space of human body perceived in the discourse of governmental rationalities that are informed by the interventions of neo-liberal political economy? Is the body a site of political consciousness of self identity? Is it merely a moment in an anticipated eschatological trajectory of the human race at large? Is it just a material determinant of subjectivity? Or further still, the most fundamental unit of (re)production[1]? What is the relation of this human body and its biological destiny with sovereignty and power? In an era where the sovereign's power over the subject's body must be justified rationally, this power is utilized by an emphasis on the protection of life, on the regulation of the body, and the production of other technologies of servitude, such as the notions of health, hygiene, welfare and so on[2]. This Michel Foucault identified as 'Bio-politics', that is, a politics concerning the administration of life, particularly as it appears at the level of populations. This bio-medicalized corporeality in its turn, subverts other performative modalities of existence such as identity, sexuality, gender and behaviour. The space of the human body therefore is not bereft of the political projects of the nation state. A body that cannot be denominated under any of the categories of this bio-medical govermentality must therefore be 'disciplined' through the apparatus of the clinic, the asylum, the hospital, the gym, and the beauty parlour. And it is again through the process of this 'disciplining' the aberration/abnormality that power is produced. The bio-power hypothesis is therefore the seizure (of things, bodies, time, and ultimately of life) levied on subjects, which "culminated in the privilege to seize hold of life in order to suppress it"[3]. It was gradually overshadowed (though not completely replaced) by the 'administration of bodies and the calculated management of life'. Power thus became situated and exercised at the level of life, the species, the race, and the large-scale phenomena of population. Sexuality, as a site at which power is exercised involves recognizing oneself as a sexual subject in the context of a governmental discourse of welfare. However we shall not delve into the more intricate problematics of this Foucaultdian formulation, instead we shall try to examine how this 'Body Fetish' of neo-liberal governmentality has privileged several discourses which articulate themselves around constellations of homosexuality, queer identity and HIV/AIDS, while silencing certain other positions. As the hitherto invisible minorities of the Global South surface under the impact of rapid transition and globalization the LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*) identity politics in India has been predictably

travelling along a route similar to that followed by the western LGBT movements. However, there is an add-on that western LGBT movements did not anticipate or plan for – the HIV/AIDS epidemic. The LGBT movements in the First World had a linear progression in their development, with enough time to create the social spaces to grow according to the requirements of identity politics and then confront the HIV/AIDS epidemic. The LGBT movement in India has charted its struggle against mainstream discrimination along three main trajectories. Non-medicalization of sexual preferences, recognition of their human rights and a third where there has been a disjuncture, largely between the gay and lesbian interest groups. The male homosexual movement has primarily concentrated on anti-HIV/AIDS discrimination campaign, trying to demystify popular linkages between sexual pleasure and the disease-danger-death continuum, and the repeal/reform of IPC Section 377. On the other hand, the lesbian movement has worked in close sisterhood with the feminist struggle, seeking to point out significant overlaps with gender oppression, though the latter alliance too is not unproblematic, both on the registers of ideology and activism, but that issue is not the concern of the present study. Interestingly enough, this medicalization of sexuality has promoted the *human body* over *human desire* limiting sexual behaviour within governmentally sanctioned discursive categories.

HIV/AIDS and Male Homosexuality: A Strategic Essentialism

The relation between bio-medical governmentality and sexual identity politics has been an ambivalent one. Sections within the LGBT movement have sometimes raised their voice against an authoritarian construction of 'deviant' bodies, minds and psyche through the category of *perversion*. Perceiving such an exercise as a ruse of bio-medical governmentality and social control over diverse sexual behaviour, they have fought a stiff battle to rescue homosexuality from the contours of a bio-political discourse. While at other times, quite increasingly often, they have willingly indulged in bio-medical projects, attempting to achieve medical authenticity of their sexual behaviour in a bid to forge greater social acceptability. Biological *proof* of homosexuality has often served as the ground for campaigns focused on the eradication of prejudice and political activism for rights, among the alternative sexuality groups. Homosexuals in a bid to find legitimacy for their sexual preferences have at times made this bio-medical governmentality their ally and in the process lent their bodies, minds and beings to the scientific gaze in the hope of securing self-knowledge that would give them the security of an identity, a difference and a justification for assimilation into the mainstream[4]. It is easy to observe a strategic use of positivist essentialism in a scrupulously visible political interest[5], functioning between much of the gay rights activism across the Global South and the international HIV/AIDS awareness projects. The greater portion of the LGBT identity politics in India, more specifically *male homosexuality*, has lent itself to quantify bio-medical discourses inspired by the HIV/AIDS rhetoric by essentializing the penetrative aspects of its sexual practices. One of the most unprecedented outcomes of HIV awareness in India is that it has propelled the acutely problematic category of the MSM – *Men who have Sex with Men* – into visibility on the mainstream registers of health, human rights and law. MSM vulnerability to HIV rests primarily on the physiological fact that peno-anal penetrative sex is riskier in terms of transmission of HIV infection than peno-vaginal sex[6].The political identity of a gay man thus gets putatively constituted as an essentialized medical category, a high risk zone of sorts, even prior to its arrival on the arena of human rights. The space of a homosexual man's body – or rather the body of a prospective AIDS victim – therefore gets promptly misappropriated by the bio-political projects of the neo-liberal governmentality. This is only a part of a hegemonic process through which marginal groups become organized and intelligible as disempowered constituencies demanding civic inclusion, human rights, aid, and so on from the state and funding agencies. Across the entire decade of the 1990s the economics of gay identity politics in most of India derived sustenance from the HIV/AIDS awareness funds from the First World interventionist and welfare agencies like UNAIDS, UNDP, WHO, Elton John AIDS Foundation, and also government bodies like NACO (National AIDS Control Organization) and WBSAPCS (West Bengal State AIDS Prevention and Control Society) at a more national and obviously smaller level. This is a hierarchical agglomeration of small and big organizations, bridging many local sites, and situated within funding circuits and discursive frameworks that operate at national and transnational levels: a sphere captured evocatively in Lawrence Cohen's formulation, 'AIDS Cosmopolitanism'[7]. However, the almost total exclusion of lesbian activism from this entire rubric of sexuality is problematic and deserves separate treatment.

Vagina Dialogues: or the lack thereof

It is perhaps in its best interest to begin this section with a couple of personal testimonies of individuals who both identify themselves as homosexuals and are also actively involved with the politics of human rights. Malobika, one of the founding members of the lesbian support group, *Sappho for Equality*, relates the story of one of her colleagues who[8] happens to be a chronic patient of Diabetes Mellitus, with certain symptomatic urinary complications. Back in 2003 she happened to visit a doctor, a reputed gynecologist with every imaginable medical prefix, after developing certain menstrual irregularities. She is in her late 30s, is unmarried, and sexually active with her partner. The doctor, after performing all the routine check ups that are medically grammatical, prescribed her to undergo a pregnancy test. Without of course, asking a single question, either about her sexual practice or orientation! Anindya Hajra is a queer rights activist, and one of the key figures behind a Community Based Organisation called *Pratyay Gender Trust*, an organization which has resisted the HIV/AIDS hegemony over queer sexual identity. Quite naturally, Anindya's organization is in a perpetual dearth of funds. In 2004 however, he managed to get himself heard by the then Health Secretary[9] of the West Bengal Government. The Secretary after hearing his case out with all earnest sincerity, patiently replied, "*You see . . . a medical angle, HIV/AIDS or some other STD[10] would have helped your case out. I am sorry the government only gives financial assistance to issues of sexual health*".

Mr Sravan Bhall[11] is one of the most well known figures of the LGBT movement in Kolkata as well as in the country. He has been associated with the movement from its very inception back in the early 1990s. In May 2002, he joined the Kolkata chapter of an all India organization called SAATHII. He has ever since worked intensively among the MSM (Men who have Sex with Men) and MSW (Male Sex Worker) communities in West Bengal and given them an extensive visibility on a national scale. Over the years SAATHII has become one of the most prominent platforms of gay rights movement sharing close links with several national and transnational agencies. In ways Mr Bhall deserves merit for having subverted a predominantly mainstream organization into a queer platform, but has in the process made the queer (the MSM in this case) into little more than a medical category. What is the full form of SAATHII? *Solidarity and Action Against The HIV Infection in India*.

The above instances might be spatially, temporally and organically isolated, but there runs a concurrent theme across all of them. A theme that is both profoundly axiomatic and deeply

disturbing. First, it quite starkly brings forth how the super-structural discourses of hetero-patriarchal normativity continue to inform even the most new-age medical circuits. How the female body continues to be perceived as a site for all kinds of action, but not as a legitimate site for sexual autonomy or personal agency[12]. Women's sexual experiences are generally understood solely within the established parameters of reproduction. Within this framework the life experience of lesbian women have been almost completely invalidated because sex/sexuality are generally understood only in relation to a heterosexual discourse of oppositional duality. Secondly, it shows how a lesbian woman is doubly marginalized, first for her gender and secondly for her sexuality. Even within the marginalized space of homosexuality, since female homosexuality cannot be easily smuggled into the medical discourse of HIV/AIDS, the discriminatory structures of homo-patriarchy continue to disenfranchise the position of lesbian women in terms of agency. A lesbian woman therefore constitutes a sexual minority who cannot be packed into any of these 'high risk zones', be it medical, social or legal. The statistics of same-sex violence/suicides have only gone up in recent years, both as a result of increased visibility as well as sexual agency. A lesbian is always already excluded from social negotiations as she is a not male (by virtue of her gender) not rational (by virtue of her sexuality) not scientific (by virtue of her bio-medical position) and not political (by virtue of her legal status). Both self identified lesbians and women who have sex with women, have traditionally been represented as no-risk or low-risk zones within the standard HIV/AIDS medical discourse on those rare occasions when they have been acknowledged at all. And typically little effort has been made to distinguish between the two, revealing the biomedical governmentality's systemic failure to understand or address lesbian health issues in an informed manner[13]. It has been constituted by the conceptual limitations both on the part of governmental and medical discourses alike to differentiate between *sexual identity* and *sexual behaviour*. The myth of lesbian immunity has been sustained by misconceptions regarding lesbian identity and sexuality per se, and the lack of large-scale national and transnational research projects, let alone any project that focuses specifically on women's sexualities. In the late 1980s an American physician remarked publicly that it was not necessary to study lesbians because "lesbians don't have much sex"[14]. The exclusion of women who have sex with women from most aspects of the AIDS discourse, including research, education and prevention programs, publication and conferences is statistically sanctioned and perpetuated by the AIDS case-protocol across nations, which bars women who have sex with women from its risk categories, employs hierarchical and mutually exclusive categories for the attribution and distribution of cases, and makes no distinction between sexual behaviour and sexual identity. The relative risk of transmission via female-to-female sexual exposure to HIV is unknown. A lack of data which could have been compiled throughout the epidemic was thwarted by the initial understanding of HIV disease as one which existed in specific types of people (e.g., gay males, intravenous drug users, hemophiliacs). This understanding prevented the health care system from defining sexual risk behaviors: it stressed people, not sexual behaviors. In fact the most monumental side effect of AIDS has been the superimposition of hetero-patriarchal sexist equations within the domain of the Queer, exemplified by the increased invisibility of the lesbians in the LGBT movement[15]. In the spatial context of Kolkata, *Sappho for Equality*, the premier (and perhaps the only) lesbian solidarity group in Eastern India refrains from participation in the Queer Pride March that is held in the city every year. Malobika, its co-founder, relates that the almost hegemonic presence of the AIDS rhetoric in this HIV funded activism leaves little space for lesbian representation. Axiomatic in this context of HIV/AIDS defined sexual-behaviour is perhaps the much publicized and much discussed but insufficiently debated point that Dr Anbumani Ramadoss raised in the parliament in 2008:

"India's dedicated focus on HIV prevention is fetching dividends. We are seeing the beginning of the stabilization of the HIV epidemic in India [. . .] Section 377 of the IPC, which criminalizes men who have sex with men, must go. Structural discrimination against those who are vulnerable to HIV such as sex workers and MSM must be removed if our prevention, care and treatment programmes are to succeed"[16].

1 Gerald Allen Cohen, *Karl Marx's Theory of History: A Defense* (New York: Oxford University Press, 1978) pp. 341 – 364

2 Michel Foucault, *Society Must be Defended*, trans: David Macey (New York: Picador, 2003) pp. 243 – 244

3 Michel Foucault, *The History of Sexuality, vol. 1, An Introduction*, trans. Robert Hurley (New York: Pantheon Books, 1978) p. 136

4 Ranjita Biswas, "The Lesbian Standpoint", in Brinda Bose, Subhabrata Bhattacharya (ed) *The Phobic and the Erotic*, (Kolkata: Seagull Books, 2007) pp. 264 – 265

5 Gayatri Chakravorty Spivak, *The Spivak Reader* (New York: Routledge, 1996) p. 214

6 Radhika Ramasubban, Bhanwar Rishyasringa (ed), *AIDS and Civil Society: India's Learning Curve* (New Delhi: Rawat Publications, 2005) pp. 162 – 163

7 Lawrence Cohen, *The Kothi Wars: AIDS Cosmopolitanism and the Morality of Classification*, Adams, S.L. Pigg (ed), Sex *in Development: Science, Sexuality, and Morality in Global Perspective* (Durham: Duke University Press, 2005) pp. 271 – 300

8 Name withheld

9 I am not taking his name as today he happens to be one of the most important IAS officers in West Bengal and is a frequent face on the TV.

10 STD: Sexually Transmitted Disease

11 Name altered for privacy

12 Maya Sharma, *Loving Women: Being Lesbian in Unpriviledged India*, (New delhi: Yoda Press, 2006) p. 1

13 Nancy Goldstein, "Lesbians and the Medical Profession: HIV/AIDS and the Pursuit of Visibility" in Jennifer Manlowe and Nancy Goldstein (ed) *The Gender Politics of HIV/AIDS in Women* (New York: New York University Press, 1997) pp. 86 – 87

14 Patricia E Stevens, Lesbians and HIV: Clinical Research and Policy Issues", *American Journal of Orthopsychiatry*, 63, no 2, (April 1993) p. 291

15 Guida West, Rhoda Lois Blumberg, *Women and Social Protest* (New York: Oxford University Press,1990) p. 328

16 *The Times of India*, 8 August, 2008.

■ *Subhankar Ghosh* is an M. Phil. student in Social Sciences Programme 2009 -11 at Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta.

অপেক্ষায় রইলাম আকাশ ...
উত্তর দিস

অভিজিৎ কুন্ডু

আকাশ,

কেমন আছিস? অনেক দিন তোর কোন খবর পাই নি। সেই যে ঝগড়া করে চলে গেলি, তারপর আর তো কোন খবর নিলি না। আমি কিন্তু তোর ওপর অভিমান করলাম, তুই আমায় আমার কথাগুলো বলার সুযোগই তো দিলি না। আজকে তাই এতদিনপরে তোর ঘুম ভাঙ্গানার জন্য তোকে ই-মেল করছি। মেলটা পড়িস, ধৈর্য্য ধরে। এইটুকু না হয় করলি আমার জন্য।

আসলে আমি যখন সেদিনকে তোর বক্তব্যগুলো শুনছিলাম, তখন অনেক কথাই মাথার মধ্যে এসে যাচ্ছিল, অনেক অনেক কথা, যা এতদিন বলতে চাইনি, অনেক ঘটনার কথা, অনেক খারাপ লাগার কথা, অনেক ক্ষোভের কথা, অনেক স্বপ্নের কথা, অনেক idealism -এর কথা, অনেক ideal society-র কথা, কি হচ্ছে, কি হয়নি, কি হলে ভালো হত, কি না হলে ভালো হত, এইসব। কিন্তু কিছুই বলতে পারিনি, জানিস, ছোট থেকেই মুখচোরা তো। সেগুলো লিখতেই আজ কলম ধরলাম। তবে শুধু সেগুলো নয় রে, ক্ষোভ, দুঃখ, স্বপ্ন ছাড়াও অনেক practical কথা, অনেক কাজের কথা, অনেক বাস্তব পথের কথাও লিখতে চাই যা কিনা হয়তো প্রকৃত অর্থে আমাদেরই ' ideal সময়' -এর দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তাই এতগুলো কথা লিখতে বসে হয়তো অনেক লম্বা হয়ে গেল মেলটা, ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা আর অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভবের কথা কি দু-কথায় শেষ করা যায়?

আকাশ তুই বলছিলি না, যে কেন আমি এই 'communityটাকে (if it is a community at all!!) 'আমাদের community' বলি? মানে কোথাও একটা differentiate করি, তাহলে শোন, আমি যতদুর জানি, যে আজ অবধি যতগুলো আলাদা আলাদা কমিউনিটি তৈরি হয়েছে, সারা পৃথিবীজুড়ে, in terms of race, colour, wealth, power, profession and also ability (the community of blacks, the slave, the apartheid, the sex workers, the diabled, etc.) অথবা ভারতের মধ্যেই দেখ - the SC/ST community, the slum-dwellers community, the hijra community, and অবশ্যই the community of mentally challenged people, যাদের আমরা পাগল বলি। তারা কিন্তু কেউই নিজে থেকে আলাদা হয় নি রে তথাকথিত mainstream থেকে। তারা আলাদা হয়নি কারণ তারা চায়নি সেজন্য নয়, তাদের মধ্যে community feelings- টাই ছিল না এবং তাদের কোন ক্ষমতাও ছিল না। ক্ষমতা (Power) তো ছিল এই জনসংখ্যার কাছে যারা majority-র কারণে নিজেদের 'mainstream' বলে। তাদের মধ্যে এই ভিন্নতার বোধটা তৈরী হয়েছে কারণ 'mainstream'-ই তাদের ভিন্ন করে দিয়েছে বলে। আর এই ক্রমাগত ভিন্ন হতে হতে তাদের মজ্জায় মজ্জায় ধমনীতে ধমনীতে ঢুকে গেছে যে তারা অন্যরকম, তারা অন্য জগতের মানুষ, তারা different। আর আজ তারা নিজেদের অস্তিত্বের সংকট এড়াতে নিজেদের কোন নাম দিতে চাইলেই তখন সেটা তাদের দোষ হয়ে পড়ে না? বাহ্ ভাই বাহ্!!

এই সব কথা এসে যায় sexuality-র প্রসঙ্গে। সত্যি করে বলতো কটা ছেলে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিস যখন দেখেছিস কোন ছেলে তোদের মতো জোরে কথা বলতে পারে না, জোরে দৌড়াতে পারে না বা তোদের কথায় একটু ভিতু (পড় মেয়েলী); বা কত ছেলে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিস, যখন দেখেছিস কেউ দিনের পর দিন social gathering, social market avoid করছে? এটা একটা সামান্য কারণ কিন্তু এটার মধ্যেই যে কী ভয়ঙ্কর alienation লুকিয়ে আছে এগুলো আমরা কেউ দেখি না।

একটি ছেলের যখন ২১-২২ বছর বয়স হয় তখন থেকেই সবার জিজ্ঞেস করা শুরু হয়ে যায় যে কখন সে বিয়ে করবে। আর না করলেই শুরু হয় তার হাজার একটা কারণ খোঁজার পালা। কারণ খুঁজে না পেলে সে abnormal বা তার কোন problem আছে। একটা মেয়ে 'বাঁজা' হলে পরিবারে তার গুষ্টির তুষ্টি হয়ে যায়। কই তখন তো কেউ তাকে normal প্রমাণ করার জন্য এগিয়ে আসে না। এরা যে boy next door/girl next door সেই উপলব্ধিগুলো তখন কোথায় থাকে? তখন লুকিয়ে থাকে তাই না? আর যত normal প্রমাণ করার দরকার হয়ে পড়ে যখন আমরা আমাদের equal right-টা দাবী করি তখন, না? বাহ্ বাহ্!!

Sorry, ঝগড়া করে ফেললামরে, রাগ করিস না কিন্তু। কি করব বল, সঠিক কিছু করতে গেলে যে ঝগড়াটাও ঠিক ভাবে করতে হয়। এই প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিনের একটা কথা বলি - তসলিমাকে একবার interview-তে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি এত feminism, feminism করেন কেন? Humanism-এর কথা বলতে পারেন না? তখন তসলিমা কি বলেছিলেন জানিস? যে যখন একের পর এক হিন্দু মেয়েকে দহেজের জন্য পোড়ানো হয়, একের পর এক মুসলিম মেয়েকে তিন তালাকে ঘর ছাড়া করা হয় তখন humanism-এর কথা মনে পড়ে না লোকের? যত humanism-এর বাতেলা ফুটে ওটে যখন feminist-রা এক হয় তখন, তাই না? আর feminism-কে এখনো humanism-এর আওতায় ধরা হয় না তার কারণ কি এটাই যে female-দের কখনো human বলে ধরাই হয় না? জানি না ...।

আকাশ, তুই যে বলেছিলি না কোন মেয়ে আর কোন ছেলে কি আলাদা community প্রমাণ করে নিজেদের? নিশ্চয়ই করে না। এই আমার তোর মত middle, upper-middle class elite বাঙ্গালী ফ্যামিলিতে করে না। কিন্তু একটু গ্রামের দিকে যা, কি আর একটু non-bengali culture-এর দিকে যা। দেখবি মেয়েরাও একটা আলাদা 'community' with reference to the missed out term from the previous list, i.e., sex; (মনে আছে লিখেছিলাম : race, colour, wealth, power, profession and ability সেখানে sex-টাও জুড়ে নে)। And that has been done again by the 'Male'-stream society। এবং তার impact যে কতটা সে বিষয়ে পরে আসছি। যাই হোক, এই আলাদা করার প্রসঙ্গে কতগুলো personal ঘটনা share করি। কথাগুলো নিতান্তই ব্যক্তিগত, একান্তই ঘরের বিষয়। হয়ত সেগুলোকে এভাবে লিপিবদ্ধ করাটা এক রকমের অভদ্রতা। কিন্তু হয়ত এই মুহূর্তে সেটা করারও প্রয়োজন আছে। কারণ আমার নিজের জন্য নয়রে, কিছু কিছু মানুষের জন্য যারা হয়ত গুছিয়ে নিজের মনের ভাবটা প্রকাশ করতে পারে না, বা পারলেও এই সুযোগটা পায় না যেখানে তোর মত একজন মননশীল শ্রোতা আছে। হয়ত তাদের কথা ভেবেই একদম 'personal' কে 'politicize' করার তাগিদটা অনুভব করলাম। আমি joint family-তে মানুষ সে তো ভালই জানিস। School life-এ এটা আমার একটা sense of pride-ও ছিল। আবার sense of discomfort-ও ছিল। নিজেকে খুব আদিম যুগের মানুষ বলে মনে হত, কেমন একটা বোকা বোকা লাগত। তোরা যখন আমাদের বাড়িতে আসতিস, বা আমাদের family picnic-এ যেতিস, একটা discomfort feel হত। মনে হত এতগুলো লোক, এত পিসি, জ্যেঠু, ভাই, বোন সবাই যেন আমাকে গিলে খেতে আসছে। At the same time আবার মনে হত যে this is my world। আমিতো কখনই friend circle -এ popular ছিলাম না, বা বেশি মিশতাম না। নিজেকে কিছুটা গুটিয়েই রাখতাম। কিন্তু তাতেও তো আমার একটা socialization-এর দরকার ছিল নাকি? সেটা পূরণ হত কোথায়? সেটা হত আমার এই extended family-তে। তোদের হয়ত মনে আছে যে পুজোর সময় whole night ঠাকুর দেখতে গিয়ে অনেক বারই তোদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তোরা যেতিস group করে, আর আমি যেতুম with all my family, with all my জামাই বাবুস্ and দিদিস্ and পিসিস্। আমি তোদের সঙ্গে কেন যেতুম না, সে কারণ আর নতুন করে বলার কিছু নেই। But all said and done আমি এটাই বলতে চাইছি যে I used to feel rather free and much comfortable with my family members।

তো সেই family-তে যখন ধীরে ধীরে প্রকাশ হল যে আমি gay, আমি এই রকম, আমি পুরুষদের প্রেমে পড়ি, তখন মোটামুটি সবারই মাথাটা ঘুরে গেল। অধিকাংশ লোকই সামনে কিছু বলত না, কয়েক জন ছাড়া। বুঝতাম যে ধীরে ধীরে আমি কেমন তাদের কাছে এক অদ্ভুত মানুষ হয়ে উঠছি। তারা আমার অচেনা হয়ে যাচ্ছে। শুরু হল একের পর এক ডাক্তার, psychiatrist-এর counseling। কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হল না, তখন দরকার পড়ল জ্যোতিষের। হাতের মধ্যে মুক্তো, পান্না সব try হয়ে গেল। এক জ্যেঠু মন্ত্র দিলেন যে দীক্ষা নিয়ে নাও, তাহলেই তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে। সব থেকে মুক্তি ... হুম, কি না হয়েছে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে আমি কিছুতেই change হব না তখন আমার বাবা-মাও তাদের কাছে অচেনা হয়ে গেল। আমার মাকে দোষ দেওয়া হল যে তার কারণেই নাকি আমি এরকম। এর মধ্যে আমার এক বছর নষ্ট হল পড়াশুনার, পারিবারিক সমস্যার জন্য। Software এর চাকরীটাও ছেড়ে দিলাম, সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে, আশাকরি তুই সেটা জানিস। আমার সেই act-টাকেও আমার 'পাগলামি' আর আমার whims-এর একটা অংশ হিসাবে দেখা হল। তত দিনে আমার বাবা-মা already logically আলাদা হয়ে গেছে, but physically এক বাড়িতে আছি। And finally, we parted from our age-old home from August 2005। Anyway এই আলাদা হয়ে যাওয়াটা যে কত দুরের সেটা টের পেলাম আরও দুই বছর পরে, Aug 2007-এ। আমার বাবার cancer হল। আমরা, মানে আমার মা, আমার বোন আর আমি লড়াই শুরু করলাম, 'কিছু' আত্মীয় আর বাবার বন্ধুদের সহায়তায়। খবর পেয়ে আমার পিসি ও জ্যেঠুরা দেখা করতে এলোও hospital- এ একবার। Finally, বাবা চলে গেলেন Oct 2007-এ। কিন্তু আমার কাকা ও পিসিরা - কী শ্মশানে, কী শ্রাদ্ধে, কোথাও আসেনি। হ্যাঁ, আমার বাবার নিজের ভাই বোনেরা। কারণ আমি যে তাঁর ছেলে। এত কথা তোর সঙ্গে share করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমার বিনীত অনুরোধ যে please এই mail-টা পড়ে আমায় অন্তত publicly কোন কিছু জিজ্ঞেস করিস না, বা কোন রকম sympathetic attitude-ও দেখাস না। কারণ তাহলে হয়ত যে লোকগুলোর কথা বলতে গিয়ে এত কিছুর অবতারণা, তাদের experience-গুলোকে অপমান করা হয়।

তবে যে কথাটা না বললে পুরো episodeটাই মাটি হয়ে যায়, সেটা হল আমি কী করে survive করেছি এত কিছু। Its just because of my parents। তারা না থাকলে যে আমি কি করে এত কিছু survive করতাম তা আমি জানি না। আমি যে এখন এত বুক ফুটে বা মুখ ফুটে সব কিছু বলতে পারছি বা নিজের sexuality নিয়েও এত comfortable feel করছি সে তো আমার parents-দের জন্য। অনেকের তো তাও থাকে না।

আমি যে এত বড়াই করে নিজের দুঃখের কাহিনীগুলো শোনালাম তা আমার এক নিমেষে বেলুনের মত চুপসে গেছিল when I came here; here means with these people whom I call 'my community'। আমার কী problem ছিল? আমি তো রাজার হালে ছিলাম - আমাকে কি দিনের পর দিন ঘরে বন্ধ থাকতে হয়েছে? আমাকে কি দিনের পর দিন বাবা-মায়ের মার খেতে হয়েছে? হয়নি। আমায় কি আমার sexuality-র কারণে ঘর ছাড়তে হয়েছে? হয়নি ... তো? আমি রাজার হালে ছিলাম না তো কী? কিন্তু আমার বন্ধুদের

মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের এই সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, এবং I fear যে ভবিষ্যতেও অনেককে যেতে হবে।

Lesbian-দের কথা বলব বলছিলাম, এই কথাটা দিয়েই এই কান্না কাটির পালা শেষ করি। আমি একটি মেয়ের কথা জানি। মেয়েটির নিজের দাদা ওকে rape করেছিল, only to know whether she actually gets attracted towards boys or not? তো সেই জন্য বলছি আকাশ, যে কখনও mainstream-এর সাথে আমরা এক আসনে বসব না, বসতে পারব না। আমাদের experience-গুলোই তো different, experience-গুলো share না করতে পারলে কিসের basis-এ এক হব? Community-র একটা definition দিচ্ছি ঃ 'it is a feeling of fellowship with others, as a result of sharing common attitudes, interests and goals'। তো আমাদের সেই interest, attitudes-এর goal গুলোই যখন different, তখন কি করে এক হওয়ার চেষ্টা করব বলত? আর IPC 377 repeal-এর যে কথাটা বলেছিলি, yes, তোর কথাই, ওটা হয়তো একটা eye wash। কিন্তু eye wash-টাই যে কত প্রয়োজন ছিল যখন দেখি সাধারণ মানুষেরা যারা কিছু জানত না বিষয়টা নিয়ে, জানলেও কোন দিনও আলোচনার কথাই ভাবতে পারত না, তারাও চায়ের টেবিলে বসে আলোচনা করছে ব্যাপারটা নিয়ে। হয়ত ব্যাঙ্গই করছে, বলছে যে 'চল ভাই, আনন্দ করি, এরা যে এখন বিয়ে করবে' কি এই জাতীয় বাঁকা মন্তব্য, but at least কিছুতো একটা বলছে - আগে তো সেটাও ছিলনা। তাই কেন এতটা 'jubilation', এত বাঁধ ভাঙ্গা উচ্ছাস ... সেটা যারা এই experience গুলোর মধ্য দিয়ে যায়নি তারা ভাই শত চেষ্টা করলেও বুঝতে পারবে না। তাই আর চেষ্টা করিস না। তবে boss, এতক্ষণ ধরে যে দুঃখের কাহিনী শোনালাম, তার মানে এই নয় যে ধীরে ধীরে আমরা facist হয়ে গেছি, গিয়ে terrorist-দের মত উল্টো terror শুরু করার কথা বলছি। কারণ সেটা solution নয় রে, কোন যুদ্ধই হিংস্রতা দিয়ে জয় করা যায় না। আর এরকম একটা যুদ্ধ তো নয়ই। আর আশ্চর্যের কথা কি জানিস, আজ নিজে কাজ করতে নেমে দেখছি sexuality defined community-র মধ্যে কী বিশাল variation, be it in thoughts, be it in identities, be it in attitudes এবং অবশ্যই in experience। আজ আমরা Gay community-র কথা ভাবতে বসলেই, আমাদের একটা middle class ছেলে যে হঠাৎ discover করে বসল যে সে gay, সেরকম একটা ছেলের monolithic existence -টার কথাই মনে পড়ে, এই skewed vision টা আমারও ছিল। তাই আমি যখন প্রথমে বড় বড় লেকচার মারতাম, তখন আমায় আমার senior-রা দমিয়ে দিয়ে বলতেন যে যদি সত্যি কাজ করতে হয় তো প্রথমে এই middle class-এর ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এস; না হলে এই বিশাল difference-টা, এই বিশাল variation-টা বুঝতেই পারবে না। আজ এই total queer community -র মধ্যে Gay আছে, Lesbian আছে, Bi-sexual-রা আছে, Transgender-রা আছে, Hijra আছে, Koti (term টা পরে explain করব কখনো) আছে, Inter-sexed people-রা আছে এবং আরও কত যে ছোট বড় identity যুক্ত হয়েছে এবং হবে তা আমিও জানি না। আজ আর termটা LGBT-র মধ্যে সীমাবদ্ধ নেইরে, LGBTQKHI - লম্বা লাইন হয়ে গেছে। তো এদের প্রত্যেকের চাহিদাগুলো issues-গুলো এত আলাদা , যে একসঙ্গে এক সুতোয় গাঁথা সত্যি একটা challenge হয়ে পড়ে। Gay-রা TG-দের সহ্য করতে পারে না; TG-রা Gay-দের সহ্য করতে পারে না। Bi-sexual হলে তো হয়ে গেল, ওরা তোমায় রীতিমত গদ্দার-এর তক্মা দিয়ে দেবে। আর Lesbisn issue নিয়ে মুখে আহা উহু করলেও maximum লোকই বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট ignorant আর indifferent। Hijra-রাও তো এখনও এক অন্য জগতের মানুষ সবার কাছেই।

মোদ্দা কথা হল সেটাই, যে এই এতগুলো difference, এই এতগুলো issues-এর মধ্যে আসল issue-টাকে কজন বার করে। And when I now consider myself to be a social worker, I cannot restrict myself to the interest of one group – namely the English educated Gay group, in which I belong to, তাই না? তাই internal difference সত্ত্বেও কিন্তু আমরা সবাই এক হওয়ার চেষ্টা করছি - তার কারণ এই একটা জায়গায় আমাদের expereince-গুলো এক, যে life-এ কখনও না কখনও sexual preference-এর দিক দিয়ে, কি gender expression-এর দিক দিয়ে আমরা oppressed হয়েছি বা হয়ে চলেছি।

তাই, যাই হোক, আমরা এই সব queer-রা যেমন একটা ছাতার তলায় আসার চেষ্টা করছি, তেমনি যে mainstream, mainstream বলে যাদের গালাগালি দিচ্ছি, তাদের সঙ্গে যদি আমরা এক হতে না পারি তাহলে কিন্তু humanity-র greater fight-এ আমরা হেরে যাব। কারণ we originated from there, we have to understand that। আমরা যদি আমাদের cause-টাকে 'mainstream'-ing করতে না পারি, basic 'human rights-রে violation-এর যুদ্ধ হিসাবে দেখতে না পারি, এবং at the same time আরও যে oppression-গুলো ঘটে চলেছে প্রতি নিয়ত, আরও বিভিন্নরকম ভাবে in terms of sex, class, religion, etc. তাদের ওপরও সমান সহানুভূতিশীল না হই, তাহলে কিন্তু এই fight দুদিনেই শেষ হয়ে যাবে। We have to understand that basically we all are Humans, আর human values, human instinct-গুলো সব জায়গাতেই এক, পয়সার এপিঠ-ওপিঠ। কোথাও এই দিক দিয়ে লোক oppressed হচ্ছে, কোথাও অন্য দিক দিয়ে।

জানিস, আমার কি কষ্ট হয় যখন শুনি যে কোন gay বা koti, যে হয়ত married কিন্তু নিজের অবদমিত ইচ্ছেটা মেটানোর জন্য একটা double life lead করতে বাধ্য হয়, তাদের যখন জিজ্ঞেস করি, এই যে তুমি একজন boy friend maintain করছো, ওদিকে ঘরেও বউ আছে, যাকে তুমি স্পষ্টতই fully satisfy করতে পার না; ধর যদি তোমার বউ তোমাকে ছাড়াও অন্য কোন partner চায় তবে? তারা কিন্তু অম্লান বদনে বলে, না না, সে কি করে হয়? বউকে সব দিচ্ছি। মাঝে মাঝে sex করছি। ওদের আর কি চাই? অথবা Indian মেয়েরা ওরকম হয় না। বোঝ! যে effeminate gay-টির মধ্যে হয়ত একটি oppressed female soul আছে (and hence atleast it is expected from them যে তারা হয়তো মেয়েদের ব্যাপারে empathetic হবে), সেও যখন 'husband' বনে যায়, তখন সেও কিন্তু একটি chauvinist male! 'Male-streaming' -এর কথা বলছিলাম মনে আছে? This is is the height of that।

ছাড়, সেই জন্যই বলছি, সব difference নিয়েও আজ আমাদের mainstream -এর সঙ্গে এক হতে হবে, শুধু তাই নয়, mainstream-কেও আমাদের cause-এর জন্য equally involve হতে হবে। এই জন্যই হয়ত এত কান্ড করে এত লম্বা একটা mail করছি, only to make you understand the whole issue, the whole scenario। তোর আর বেশি সময় নেব না, আরেকটা শেষ বিষয় আছে। সেটা দিয়েই এই লম্বা কাহিনীটা শেষ করব।

শেষ কথাটায় আসি। এই যে আমি এতক্ষণ ধরে শুধু 'আমাদের community'-র rights নিয়ে চিৎকার করে গেলুম, তা আমাদের কি কিছু responsibility-ও নেই ? শুধু rights নিয়ে ভাবলেই হবে? কিছু responsibility-র কথা তো আগেই বলেছি, এখন কিছু irresponsibily-র কথা বলি, যার জন্য especially এই community মার খায়। একটা ঘটনা বলি - তুইতো জানিস আমি বাইরে থাকি, একটা flat নিয়ে আছি। সেখানে আমার সঙ্গে একটি ছেলে থাকে। ওর নাম জয়। বাচ্চা ছেলে, আঠেরো বছর বয়স। I call him my son। একেবারে গ্রামের ছেলে। আমাকে চেনার আগে এই সব বিষয়ে ও কিছু জানত না। তো আমাকে জানার পর থেকে ধীরে ধীরে ও এই সব বিষয়গুলো নিয়ে সজাগ হল। বুঝতে শিখল, এমনকি আমার boy friends-দেরও accept করতে শিখল। তা যাই হোক, যখনই কোনও gay friends আমার বাড়িতে আসে, আমি কিন্তু তাকে আগেই জানিয়ে দিতাম যে দেখ জয় কিন্তু পরিস্কার non-community-র লোক, ওর সামনে please একটু ভদ্র হয়ে থেক। এত কিছু বলার পরেও তিন জন, হ্যাঁ তিন জন ওকে seduce করতে চেষ্টা করে, এবং একজন ওকে প্রায় molest করতে চেষ্টা করেছিল। ঘটনাগুলো প্রত্যেক বারেই আমার অনুপস্থিতিতে ঘটে। আমি জয়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুই বাধা দিস না কেন? ও বলেছিল, ভাইয়া, ওরা তোমার বন্ধু, আমাদের মেহ্‌মান, তাই কি করে বলি বল? বলে এটাও বলেছিল যে ভাইয়া তোমাদের community -র সবকটা লোকই কি এরকম? শুনে আমার লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে গেছিল। আর রাগে চিড়বিড় করছিল সারা শরীর। মনে হচ্ছিল তিন থাপ্পড়ে এদের সোজা করে দিই। শালা, এই শুয়োরগুলোর জন্য আমাদের community এখনও perverted, sex-freak তকমা থেকে বেরোতে পারল না। একটি মেয়েকে comment pass করা মানেও কিন্তু এক ধরণের sexual abuse, but একটি ছেলেকে, সে যাই হোক, straight or otherwise, molest করাও কি অপরাধ নয়? তাই কি বলবি একে তুই বল? আমি যখন ঐ ছেলেগুলোকে বললাম যে কেন তোরা (এটা জানা সত্ত্বেও যে জয় interesed নয় in Gay-sex) ওর পিছনে লেগেছিস? কি বলল জানিস? এমন একটা handsome ছেলেকে বাড়িতে পুষে রেখেছ, তা ওর ওপর একটু হামলা হবে না? আর straight- কে 'বাঁকিয়ে' খেতেই তো মজা বেশি, সে যে community-র লোক হোক না কেন। Power হাতে পেলে সবাই রাক্ষস বনে যায়, যতই সে নিজে oppressed আর oppression-জনিত কষ্টগুলো অনুভব করুক না কেন।

তো, কি করা যাবে? এই problem-গুলো আছে এবং এগুলো নিয়েই যুদ্ধটা করতে হচ্ছে। লড়াইটা কঠিন হয়ে পড়ে যখন সূত্রগুলো আর বাইরে থাকে না। সিঁধ কেটে ভিতরে ঢুকে পড়ে। এই community-তে সবাই একটু sex-centric; sex খারাপ তা বলছি না, sex করার মধ্যে কোন অপরাধ নেই। Sex is very important in our life, কিন্তু এটাই তো একমাত্র important জিনিস নয়। এটা অর্ধেক লোক বুঝতে পারে না। তাই ওদের পুরো জীবনটা sex -এর চার পাশেই কেটে যায়। আর সব থেকে বড় কথা, maximum লোকই নিজেদেরে personal issues নিয়ে এতটাই মেতে থাকে যে এর থেকে বেরিয়েও যে একটা দুনিয়া আছে, একটা জগৎ আছে সেটা ভুলে যায়। এটা ভুলে যায় যে আমি Gay, এটা আমার একটা important identity, but not my only identity। এবং সব চেয়ে মন খারাপের কথা যে এই identity, identity করতে করতে এই community -র লোকেরা greater community আর greater human values -এর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। একটা negative self-identity, negative sense of self-existence তৈরী হচ্ছে । একটা Facist মনোভাব এসে যাচ্ছে। সবার না, কিন্তু কিছু লোকের তা বটেই। (আকাশ, তোর ভয়টা যথাযথ)। আমি যখন ঐ জয়ের episode-টা নিয়ে আমার office-এ discuss করছিলাম, তখন আমার office colleague -রা (who are supposed to be 'social workers') কি বলেছিল জানিস? বলেছিল, "অভিজিৎ, তুম এক straight -কে লিয়ে আপনে বিরাদারিকে লোগকো জলিল কর রহেহো?" আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম। এই হল তবে result? এই বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য আমি এত community, community, movement, movement বলে চেঁচাচ্ছি। এই বিচ্ছেদ তো আমরা চাইনি, এমন communal feelings-ও আমরা চাইনি। কোন sensible মানুষই তা চাইবে না। শুধু community-কে আঁকড়াতে গিয়ে মানুষ হওয়ার মূল মন্ত্রগুলো ভুলে যাব? এটা বোধ হয় মানা যায় না।

পরের অংশ ৬ নং পাতায়

FEMINIST INITIATIVE

Sandra Dahlén

A spring day in 2004, a friend of mine called me and said: "The rumours are true, Gudrun Schyman is planning on starting a feminist party and we are a group discussing this together with her, would you like to join us?". Of course I got very excited and turned up at the next meeting with a group of about 20 women.

Gudrun Schyman is one of the most famous and loved politicians in Sweden. She was the leader of the Swedish Socialist Party for several years and their popularity grew with her. She reformed the party to not only lay on a socialist, but also on a feminist ground. But her years in the parliament taught her that feminist analysis cannot always be placed on a left–right scale. She also realised that even though her own party called itself a feminist party, it did not always prioritize feminist politics. Her idea of focusing on feminism in the politics of parliament grew at the same time as many in Sweden were fed up with patriarchy.

Sweden is considered to be one of the most gender-equal countries in the world. All boys and girls attend compulsory school for nine years. Women are wage-earners to the same extent as men. All laws are gender-neutral such as laws regarding heritage, divorce, employment etc. Half of the parliamentarians and ministers are women. There are laws against gender discrimination as well as discrimination on the grounds of sexual orientation. Violence against women and children is forbidden and there is no such thing as 'arranged' or 'forced' marriages (except in some groups of immigrants). So one can of course wonder why a feminist party is needed in Sweden. The answer is simple: there is unfortunately no country yet that is not dominated by men. In Sweden women are in general paid less than men. Women do most of the household chores at the same time as they are full time wage-earners. More women than men are therefore ill due to a heavy workload. Most rape cases do not lead to trial. The society is heteronormative and hate crimes towards the LGBT group is increasing. Sexual harassment in workplaces and schools take place. The list of gender inequality can unfortunately be very long and many people are very angry that not more is done to change this. When we started discussing the new party Gudrun Schyman received about 200 emails per day from people begging her to start a feminist party.

In April 2005, we called for a press conference and launched the new organisation called *Feminist Initiative*. This was headline news in all big media for over a week. We asked people to join the organisation and together discuss the politics and give support to run for the election to the parliament in 2006. We were very clear about the ambition to form a *coalition* of feminists – feminists with different analyses, from left to right and from different groups of the society. In the first board we had feminists from the anti racist movement, the queer movement, the students movement, "never organised feminists", heterosexual mothers, different ages, sexes, professions and a few men. It was of course not easy to stay on good terms with each other and to form politics we could all agree on. But we managed to agree on about 150 different political demands regarding different areas such as the labour market, education, health care, migration and so on. On the way conflicts occurred which the media of course loved to write about. But which party does not have conflicts? Many journalists also did their best to make up different stories about us, make fun of us and tell everyone how mad we were. One thing that was very provocative for many was the lesbian professor in the board who did not hesitate to open her mouth. The hate and harassments she and her family were subjected to was terrible and shocked us all.

At the time of the election the hate or total ignorance in media gave us very bad chances and with almost no money at all (the only money we had was donated by a rich man who became very active in the organisation) we all worked night and day on a voluntary basis. We did not even receive one per cent of the votes and the loss of solidarity from the Swedish feminists has been hard to bear. But the "threat" of a feminist party made positive marks in the society. Many women got strength and organised themselves on a feminist basis for the first time and other parties had to discuss gender equality more. *Feminist Initiative* has also pushed Swedish feminism for more queer and anti racist analyses. The contact between *Feminist Initiative* and feminist groups and organisations all over the world enriches the feminist fight. One example is the ongoing effort to start a *European Feminist Initiative* in the European parliament.

The election for the European parliament last year resulted in a doubling of the party's votes. In September the party will run for the national elections again – with no money but a lot of volunteer work. I am no longer a member of the board but I support the organisation with all my heart and I am proud to once more support *Feminist Initiative* in the elections.

The website has information about *Feminist Initiative* in many languages : www.feministisktinitiativ.se

■ *Sandra Dahlen* is a consultant, trainer and author on issues relating to sex and sexuality with a focus on young people. She co-founded the *Feminist Initiative* and sat in the first Board.

অপেক্ষায় রইলাম আকাশ ... উত্তর দিস

৬ নং পাতার পর

তবে আমি স্বপ্ন দেখি। এক integrated ভারতবর্ষের (ভারতবর্ষ বললাম কারণ আমি পৃথিবী দেখিনি বলে। দেখলে হয়ত পৃথিবীর সব মানুষের কথাই বলতাম)। সেখানে হয়ত ভবিষ্যতের biology বইতে লেখা থাকবে - sex are of three types, male, female and the third sex but sexuality is polymorphous। হয়ত কোন university-র মাঠে বসে চারটে ছেলে মেয়ে কথা বলবে, যারা কেউ হয়ত straight, কেউ bi, কেউ হয়ত বা gay এবং কেউ আবার lesbian-ও। যে যার নিজের চাহিদা আর pleasure-গুলো নিয়ে অম্লান বদনে আলোচনা করছে, share করছে, আবার মজা করে পিছনেও লাগছে। দরকার মত ভুলেও যাচ্ছে। কেউ কোন ব্যাপার নিয়ে সংকোচ করছে না। কেউ কোন কিছু বলে মুখ লুকাচ্ছে না। সবাই যে যার মত বেড়ে উঠছে। সবার পাশেই খোলা হাওয়া, তা সে 'normal'-ই হোক বা 'abnormal'। তবেই সব কিছু normal হবে। আর normal বললেই সেটাকে inverted comma -র মধ্যে লিখতে হবে না। তবেই এই পুরো movement-টার সার্থকতা। পুরো movement-টার জিত। শুধু একটা IPC repeal করে কিচ্ছু হবে না।

যাক, অনেক লিখলাম, অনেক অনেক লিখলাম। এবার বন্ধ করি। না হলে বদহজম হয়ে যাবে। তুই রাগ করলি কি না জানি না। কিন্তু করলে কি করি বল? কথাগুলো তো বলতেই হত একদিন না একদিন, তাই না? ভাল থাকিস, আর পারলে mail-টার উত্তর দিস।

Tata,

তোরই Avijit

[Autobiographical narrative - অধিকাংশটাই সত্যি। লেখার প্রয়োজনে কিছুটা বদলাতে হয়েছে। গোপনীয়তার কারণে নামগুলো পরিবর্তন করা হল।]

■ *অভিজিৎ* একজন মনে প্রাণে activist, শিক্ষাগত যোগ্যতায় engineer কিন্তু engineering college-এর lecturership ছেড়ে এখন সমাজসেবা করছেন শুধু তাঁর community-র মানুষদের পুরো সময় দেবেন বলে।

রাত - ভোর

মন

জায়গাটা বেশ শান্ত। উত্তরবঙ্গের একটা ফরেস্ট বাংলোতে বসে আছি। এই বাংলোটায় তেমন কেউ আসে না। যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁরা বেশিরভাগই রিসর্টে থাকেন। আর আমার মতো কিছু মানুষ যারা চায় কিছু সময় শুধু নিজের সাথেই কাটাবে তারা বেছে নেয় এই ফরেস্ট বাংলোকে। বাংলোটায় এখন কেউ নেই। এক ম্যানেজার আর সেলিম নামে এক বেয়ারা কাম কুক ছিল। তারা দুজনেই একটু আগেই নীচে গ্রামে নেমে গেছে। অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে ম্যানেজার ভদ্রলোক আমাকে জানাতে এসেছিলেন যে বাড়িতে একটি দুর্ঘটনা ঘটার দরুণ তাঁকে আর সেলিমকে নীচে গ্রামে যেতে হবে। আসলে আমি যে একটা মেয়ে; উনি ঠিক করতে পারছিলেন না কি করবেন। আমিই তাঁকে প্রায় জোর করে পাঠালাম এবং তার সাথে এও বললাম যে রাতে খাবার আমি কিছু একটা বানিয়ে নিতে পারব কারণ এটা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যেস, যখনই আমি একা বেড়াতে যাই, কিছু খাবার নিয়ে যাই। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক গেলেন এবং বারবার বলে গেলেন যে পরের দিন ভোরেই তাঁরা ফিরে আসবেন।

ফরেস্ট বাংলোর সিঁড়িতে বসে আছি। বাংলোতে আমি, আমার সঙ্গী নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতারও একটা অদ্ভুত ভাষা আছে, আওয়াজ আছে যা আমি বসে শুনছি। আজ বোধহয় পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নার আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। হাওয়াতেও ভেসে আসছে বুনো ফুলের গন্ধ। মাতাল হই আমি। সিঁড়িতে বসে অরণ্যের চুপ-গান শুনছি। হঠাৎ একটু দূরে কিছু নড়ার আওয়াজ পেলাম। কান পেতে শুনলাম পাতার খসখসানি। চিন্তা হল কারণ সেলিম বলেছিল এদিকে হাতির পাল বেরোয়। শব্দের উৎস লক্ষ করে তাকিয়ে রইলাম। কিছু পরেই উৎস আমার সামনে বেরিয়ে এল, সে এক নারী। বাংলোর দিকে সে এগিয়ে আসে। হাতঘড়িতে টর্চের আলো ফেলে দেখি সময় সাড়ে সাতটা। ক্রমশ আমার দিকে সে এগিয়ে আসে, 'আচ্ছা এখানকার ম্যানেজার কোথায় বলুন তো?' আমি তাকে দেখতে থাকি। কেমন যেন মনে হয় সমস্ত বুনো ফুলের গন্ধ তার শরীর থেকেই বেরোচ্ছে। সে আবার জিজ্ঞেস করে, 'বলছিলাম আপনি ছাড়া কি কেউ আছে এখানে?' মনে পড়ল উত্তর দিতে হবে। বললাম 'নাহ্ এই মুহূর্তে আমি ছাড়া এখানে কেউ নেই। যাঁরা ছিলেন তাঁরা দরকারে নীচে গেছেন। কাল ভোরে আসবেন। আপনি আসবেন সেটা সেটা তাঁরা জানতেন?' ধপাস করে কাঠের সিঁড়িতে সে বসে পড়ে, আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'না, জানতেন না, আসলে ট্রেনটা লেট করায় সমস্তটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। এখন কি হবে?' ওর বলার ভঙ্গিতে বেশ মজা লাগল। বললাম, 'হবে আর কি! এসে পড়েছেন যখন, রাতটা কষ্ট করে কাটিয়ে দিন। আমার তো একটা ঘর আছেই, সেটাতে থেকে যান। কাল ভোর অবধি তো, তারপর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' 'কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব' বলে সে উঠে দাঁড়ায়। আমি হেসে বলি, 'its ok, ভেতরে আসুন।' ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সে আমার পেছনে আসে। 'আমি রাকা' বলে সে হাত বাড়ায়, 'আমি মনামি বা মন যা ইচ্ছে ডাকতে পারেন'। 'বাহ্, অদ্ভুত নামটা তো, মন'। বললাম, 'হ্যাঁ, অদ্ভুতই বটে।' রাকা কিঞ্চিত অপ্রস্তুত বয়ে বলে, 'না, মানে ঠিক তা বলতে চাইনি, আসলে বলতে চেয়েছিলাম নামটা বেশ uncommon।' হেসে বললাম, 'বুঝলাম, তা সমস্ত রাত কি এখানে দাঁড়িয়েই কাটাবেন না ভেতরেও আসবেন?' 'ও, হ্যাঁ, চলুন'। ঘরে এসে ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে সে বলল, 'মনামি আমি এখন একটু স্নান করতে চাই।' বললাম, 'sure, ওই বাঁদিকের দরজাটা বাথরুমের, আমি বাইরে সিঁড়িতে আছি।' বলে বেরিয়ে এসে সিঁড়িতে বসলাম। কেমন একটা অদ্ভুত ব্যস্ততা যেন তাড়া করে বেড়াচ্ছে। মনে হল চাঁদের আলোটা যেন হ্যারিকেনের বাড়িয়ে দেওয়া আলোর মত বেড়ে গেছে। হঠাৎ সবকিছু ছাপিয়ে একটা গলার স্বর ভেসে এল। সে গান করছে। গুন গুন করে। আরও মন দিয়ে কান পাতলাম, 'আজ জোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে ...'। শুনতে শুনতে একটা ঘোর লাগল। রাকার কণ্ঠস্বর সমস্ত কিছু ছাপিয়ে আমাকে কেমন ভালো লাগায় ভরিয়ে তুলতে লাগল। শরীরের প্রত্যেকটি অংশে সেই আবেশ ছড়িয়ে গেল। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না, হঠাৎ তার ডাকে ফিরে এলাম, 'মন?' তাকিয়ে দেখি বাংলোতে আলো নেই, অন্ধকারে রাকা একটা মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে, 'মন, কি খারাপ অবস্থা! আলো চলে গেছে, ভাগ্যিস ঘরে মোমবাতিটা ছিল। এখানে কি জেনারেটর আছে?' রাকা কথা বলে যায় আর আমি মাংসের দোকানের বাইরে বসে থাকা অসহায় কুকুরটার মতো চুপ করে তাকে দেখতে থাকি। বাইরে চাঁদের আলো আর ভেতরে এক টুকরো মোমবাতির সামান্য আলোয় রাকার মুখ। একি মানবী না আমার কল্পনা? যে নারীমূর্তি শুধু আমার কল্পনাতে বিচরণ করত আজ সে আমার এতো কাছে কিভাবে! ইচ্ছে করল তার খোলা চুলের থেকে চুঁইয়ে-পড়া প্রত্যেকটি জলবিন্দুকে মুঠো-বন্দী করে রাখি। ওতে ওর চুলের ঘ্রাণ লেগে আছে যে! যেটুকু আলোতে ওর মুখ অপরূপ হয়ে উঠেছে সেই আলো অনন্তকাল জ্বালিয়ে রাখি। কিন্তু ... কিন্তু বাস্তব যে বড় কঠিন। দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলি, 'নাহ্, এখানে সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই। একবার আলো গেলে তার মর্জি ছাড়া ফেরানোর কোনো রাস্তা নেই।' 'বাহ্, সুন্দর বলেছেন তো', রাকা এগিয়ে এসে আমার পাশে বসে, 'সত্যি মর্জি ছাড়া কাউকে ফেরানো যায় না। আচ্ছা মন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?' বললাম, 'বলুন'। সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'এইভাবে জঙ্গলে একটা নির্জন ফরেস্ট বাংলোতে একা রয়েছেন। আপনার ভয় করছে না?' 'ভয়? হ্যাঁ তা হচ্ছে বৈকি।' 'তাহলে?' হেসে বললাম, 'তাহলে কী? কেন আছি তাই তো? আসলে একা থাকতে হবে সেটা তো বুঝিনি। তবে অসুবিধা হচ্ছিল কিন্তু এখন আর হচ্ছে না।' সে অবাক হয়, 'কেন, এখন হচ্ছেনা কেন?' তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলি, 'আপনি আছেন যে!' সে চুপ করে থাকে। দুজনে নীরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। একসময় সে চোখ নামিয়ে নীচে নেমে যায়। 'নীচে আসবেন?' তার ডাকে সাড়া দিয়ে নীচে নেমে বলি, 'বলুন'। সে অল্প হেসে বলে, 'কি বলব?' 'বাহ্, তবে ডাকলেন যে!' 'ইচ্ছে হল তাই।' 'হুম' ... শব্দ করে হেসে রাকা বলে, কি হুতুম প্যাঁচার মত হুম হুম করছেন।' খুব হাসি পেল শুনে, 'আমি হুতুম প্যাঁচা?' 'হ্যাঁ, প্যাঁচাই তো!' বললাম, 'আচ্ছা বেশ, এবার বলুন, এবার বলুন রাতে সেদ্ধভাত খাবেন তো? আমার কাছে চাল ডাল আর ডিম আছে। চলবে?' ঘাড় নেড়ে সে বলে, 'খুউব চলবে। তবে তার আগে আরেকটা প্রশ্ন আছে, করবো?' সে মাটিতে বসে পড়ে বলে, 'একা এসেছেন সেটা তো বুঝতেই পারছি। কাজে এসেছেন না অকাজে?' বললাম, 'অকাজে। এবার কিন্তু আমি একটা প্রশ্ন করব। আপনি কিসের তাগিদে এসেছেন?' সে হেসে জবাব দেয়, 'আমি কাজে এসেছি। বটানীর ছাত্রী তো, তাই বন বাদাড়ে ঘুরে বেড়াই। নিজের চাহিদার সময় কোথায়?' সবাই তো আর আপনার মত অকাজে ঘোরার সৌভাগ্য পায় না।' বললাম, 'ঘোরা ছাড়া গানও করেন বুঝি?' সামান্য লজ্জা পেয়ে সে বলে, 'ও! তখন শুনছিলেন?' বললাম, 'হ্যাঁ'। 'আচ্ছা, আপনি কি নৃত্যশিল্পী?' এবার আমি অবাক হই, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি ... ?' 'মনে হল, তা কী নাচেন? classical?' বললাম, 'আমি ওড়িশির ছাত্রী। আসলে যখন শহরের কালো ধোঁয়ায় শ্বাস আটকে আসে তখন এভাবে একা বেরিয়ে পড়ি। নিজের থেকে ভাল সাথী আর কে হয় বলুন?' 'ওড়িশি? জানেন আমি ওড়িশি নাচের খুব ভক্ত। নাচটা আমার এত appealing লাগে ... আচ্ছা, একটা অনুরোধ করব, রাখবেন?' বললাম, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' 'আমাকে গীতগোবিন্দ থেকে একটা অভিনয় দেখাবেন?' 'এখন?' 'হ্যাঁ, এখন, আমি গাইছি', বলে রাকা গাইতে শুরু করে 'বাসন্তে বাসন্তি কুসুম সুকুমারে রবয়বই' ...। রাকার আওয়াজের যাদুমন্ত্রে আমি নেচে উঠি। নাচ শেষ হতেই সে আমার কাছে আসে, আমার কপাল, চোখ, গাল, চিবুক, ঠোঁট অসংখ্য চুমুতে ভরিয়ে দেয়। মুহূর্তে আমার সমস্ত বোধশক্তি লোপ পেল। রাকার দিকে শুধু তাকিয়ে রইলাম। সে যেন এই জগতেই নেই, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। একটু ধাতস্থ হয়ে বলে উঠল, 'আসলে আমি আমার ... আপনি ... আপনি please কিছু মনে করবেন না ... এটা যে আমি ... ইস্ ছি: ছি: ...' 'রাকা', সে চমকে তাকায়। 'Please শান্ত হও। আমি কিছুই মনে করিনি।' সে বলে, 'সত্যি?' আমি অল্প হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, সত্যি। তোমার সাহস আছে তাই তুমি আবেগ ব্যক্ত করতে পারলে। যখন তুমি গান গাইছিলে, আমার ইচ্ছে করছিল তোমার কাঁধে মাথা রেখে শুধু তোমার গান শুনে যাই। অন্য এক জগতে বিচরণ করছিলাম আমি। সেই জগতে এক অদ্ভুত

আমাকে - ' আমার মুখে সে হাত দিয়ে চাপা দেয়। আমার হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসে। দরজা বন্ধ করে আমার কাছে আসে। খুব কাছে। বুনো ফুলের গন্ধ তীব্র হয়। সে আমাকে স্পর্শ করে। তার নরম আঙ্গুল আমার চুলে খেলা করতে থাকে। রাকাকে স্পর্শ করতে ভয় লাগে, যদি আঘাত করে ফেলি। সে বোধহয় বুঝতে পারে কোনো কারণে আমি সহজ হতে পারছি না। হঠাৎ সে আমার ডান হাত তার স্তনের ওপর রাখে। যেন বিদ্যুৎ স্পর্শ করলাম। হা ঈশ্বর, নারী স্পর্শ কি এমনই প্রাণঘাতী? ক্রমশ তার কাছে অসহায় হয়ে পড়তে থাকি। মনে হয়, তবে যে ছোটবেলা থেকে নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছি তা কখনও ভুল নয়। সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা কখনও দেখাতে পারিনি শুধুমাত্র আঙ্গুল তুলে সবাই 'অসুস্থ' বলবে সেই ভয়ে। সমাজে তখন পরিচয় হবে 'lesbian' নামে। নারী হয়ে নারীর প্রতি প্রেম ব্যক্ত করতে পারিনি কখনও তা 'অস্বাভাবিক' বলে - তাহলে আজ এই অনাকাঙ্খিত আহ্বানে কী করে সাড়া দিচ্ছি, এক নারীর কাছে? আমার সমস্ত শরীর জুড়ে তোলপাড় হচ্ছে। রক্তে বান ডাকছে তীব্র কামনার, শরীরের প্রত্যেকটি কোষে যা ছড়িয়ে পড়ছে। এ কী সর্বনেশে খেলায় মত্ত হলাম আমি! তবে এই অনুভূতি কোনো পাপ নয়? তবে যে ওরা বলে এই প্রেম শুধুই নোংরামী। কোনো সুস্থ মানুষ এসব কাজ করে না। তাহলে কী রাকাও বিকৃত? কিন্তু কই এই আদরে তো আমি কোনো নোংরামী খুঁজে পাচ্ছি না। ভয়, উদ্বেগ, ভালো লাগা, সুখ, সব মিলিয়ে ভেতরে একটা ঝড় চলতে থাকে। কিন্তু একসময় সব ভুলে দীর্ঘদিনের চেপে রাখা আবেগের কাছে হার স্বীকার করি। দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত আমি-কে আদরে ভরিয়ে তোলে রাকা। আমাকে আত্মসমর্পণ করতে দেখে ওর আদরের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। আমার কানের কাছে মুখ এনে ডাকে 'মন', আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে তীব্র জ্বালায়। এতদিন যে যুদ্ধ প্রতিনিয়ত করে চলেছি তা জল হয়ে গাল বেয়ে নেমে আসে। পরম মমতায় আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ওকে আঁকড়ে ধরে চীৎকার করে কেঁদে উঠি, 'রাকা, আমি ক্লান্ত, আমাকে তুমি বাঁচতে শেখাও। আমাকে ভালবাসতে দাও। আমাকে ভালবাসার স্বাদ পেতে দাও।' আমাদের আলিঙ্গন আরও দৃঢ় হয়। সারারাত দুটো উন্মত্ত শরীরের মিলন খেলা চলতে থাকে। তারপর একসময় কখন যেন দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ি।

চোখে সূর্যের আলো পড়তে ঘুম ভাঙ্গে। চোখ খুলে পাশে রাকাকে দেখি। ওর ঠোঁটের কোনে হালকা হাসি। তৃপ্তির হাসি। চোখ যায় আমার মানসীর শরীরের দিকে। কী অপূর্ব সে! যেন পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্য। এভাবে কতক্ষণ চেয়ে ছিলাম জানিনা। হঠাৎ ও চোখ বন্ধ করেই বলে উঠে, 'কি ঘুম ভাঙ্গলো?' বললাম 'ঘুম ভেঙ্গেছে বটে কিন্তু ঘোর কাটেনি।' এবার সে চোখ মেলে তাকায়, 'ঘোর কাটবে এমন নেশা এটা নয়। যত দিন যাবে তত বেশী ঘোর লাগবে কিন্তু, তৈরী তো?' বললাম, 'একদম তৈরী যদি সারাজীবন ঘোরের ভেতর তোমাকে পাই।' সে হেসে ওঠে, 'আর যদি কেউ জোর করে? তখন?' কথাটা শুনে উঠে বসি, বলি 'কেন? লড়াই করব। বেঁচে থাকার লড়াই।' এবার রাকা উঠে বসে, দুহাতে আমার মুখ নিয়ে বলে, 'সত্যি! পারবে সমাজের সমস্ত রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে লড়তে? ওরা যে সমপ্রেমকে ঘৃণার চোখে দেখে মন।' বলি, 'জানি, কিন্তু আর নয়, রাকা, কলকাতায় ফিরেই একটা জায়গায় যাব দুজনে।' সে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায়?' 'Sappho-তে। এতদিন ভয়ে যেতে পারিনি, কিন্তু এবার যাব। দুজনেই যাব। নিজেদের অধিকার, প্রেমের জন্য লড়তে। সবাই একসাথে লড়ব। জানি, এটা একরাতের কাজ নয় কিন্তু আগামীকে সুন্দর করতে লড়ব। সবার সমান অধিকারের জন্য লড়ব।' রাকা মন দিয়ে কথাগুলো শোনে। গালে হাত দিয়ে চুপচাপ কী যেন ভাবে। তার পর বলল, 'ঠিক বলেছ। আচ্ছা মন, Sappho সম্পর্কে detail বলবে আমাকে?' বললাম, 'নিশ্চয়ই, যতটুকু জানি নিশ্চয়ই বলব।' শুনে ও খুশি হয়ে বলে, 'আমি শুনব, তবে তার আগে পাঁচ মিনিট দাও, খোঁজ নিয়ে দেখি ম্যানেজার ফিরেছেন কিনা! Just 5 minutes, ok?' বললাম, 'ok'। রাকা খাট থেকে নেমে পোষাক পরে। দরজা খুলতে খুলতে বলে, 'আমি কিন্তু এসেই শুনব।' বলে বেরিয়ে যায়। সূর্যের আলো ক্রমশ ঘরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আর আমি কথা সাজাতে থাকি মন-এ মন-এ।

■ *মন* 'স্যাফো'-র একজন নবীন সদস্য।

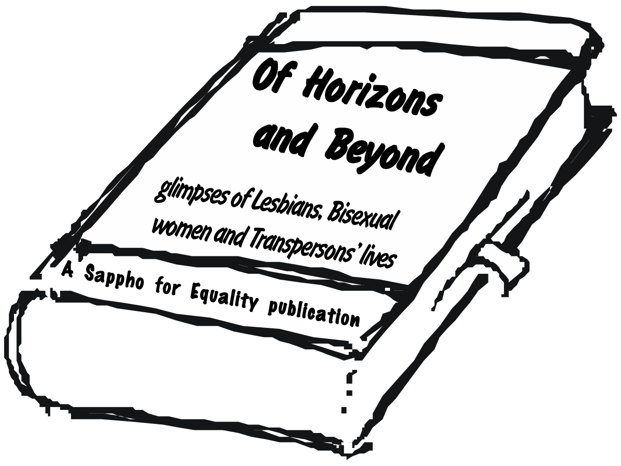

Sappho for Equality`s latest publication Available at our Resorce Centre

Sappho for Equality & The Pratyay Gender Trust present

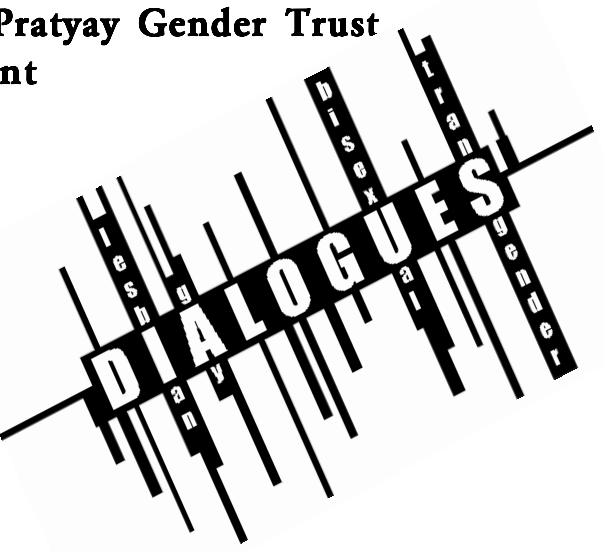

4th Annual Calcutta
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Film & Video Festival
19th - 21st November 2010
Maxmueller Bhavan, Kolkata
For details contact - 2441 9995, 98315 18320

Sappho for Equality
Administrative Office & Resource Centre :
11A Jogendra Gardens(S), Ground Floor,
Kolkata 700 078
E-mail : sappho1999@rediffmail.com
Website : www.sapphokolkata.org
Contact : 2441 9995 (12 - 8 p.m. Except Mondays)
Helpline : 98315 18320 (10 a.m. - 9 p.m.)

Publication supported by

rfsu

Sida

Edited by Akanksha, Published by Sappho for Equality - 11A Jogendra Gardens (S) Kolkata -700 078, Printed by Print dot Com, Kolkata -700 054